দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 DEC 1986
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

013

'যে কোন মুহূর্তে ধসিয়া পড়িতে পারে'

প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কারের অভাবে বিভিন্ন এলাকায় বহুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ভবন ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

রূপগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, সোনারগাঁও উপ জেলার বরগাঁও আমগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। ছাদে ফাটল দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের ওয়ালগুলিও দাবিয়া যাইতেছে। যে কোন মুহূর্তে বিদ্যালয় ভবন ধসিয়া পড়িতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। অপরদিকে রূপগঞ্জ উপজেলার গন্ধর্বপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। বিদ্যালয় ভবনের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে।

লালমনিরহাটের সংবাদদাতা জানান, লালমনিরহাট জেলার খুনিয়াগাছ ইউনিয়নের কালমাটি গ্রামের চোংগাদাড়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টি ধসিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। বিদ্যালয় ভবনের ভিমে বড় বড় ফাটল ধরিয়াছে। পূর্বপার্শ্বের কয়েকটি কক্ষ প্রায় দেড়ফুট দাবিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে পানি চুয়াইয়া ভিতরে পড়ে। বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদদাতা জানান, জেলার ৭টি উপজেলার ১৭৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ৩৫টি, সরাইল উপজেলার ২১টি, নাসিরনগর উপজেলার ২১টি, নবীনগর উপজেলার ৪৪টি, বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ২৪টি এবং কসবা ও আখাউড়া উপজেলার ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ একেবারেই জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে ১০৪টি বিদ্যালয়ে ক্লাস না নেওয়ার জন্য বলা হইয়াছে। এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের রসায়নবিদ্যা ভবনের স্থানে স্থানে ফাটল ধরিয়াছে। ছাদ হইতে আস্তর খসিয়া পড়িতেছে। রডগুলি মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রকৌশলী ভবনটি ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহাছাড়া কলেজ অধ্যক্ষের বাসভবনের ছাদও ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ধসিয়া পড়িতে পারে

(৩য় পৃঃ পর)

দিয়াছে। কলেজের দুইটি ছাত্রাবাস সংস্কার করা প্রয়োজন।

নবাবগঞ্জের (ঢাকা) সংবাদদাতা জানান, নবাবগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত নবাবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ধসিয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। টিনের তৈরী বিদ্যালয় গৃহটি বর্তমানে কাত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে থামগুলি বাঁকা হইয়া গিয়াছে। একজন প্রকৌশলী বিপজ্জনক এই স্কুল গৃহে ক্লাস না নেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। বিদ্যালয়টি অবিলম্বে পাকা করা প্রয়োজন। এদিকে নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার নবনির্মিত ডরমেটরী বিল্ডিং দুইটি উপজেলার টুইন কোয়ার্টার এবং নবাবগঞ্জ থানা ভবনের প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে, ভবনে ফাটল দেখা দিয়াছে, মেঝের কোন কোন অংশ দাবিয়া যাইতেছে এবং চুনকাম উঠিয়া যাইতেছে।